নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর

বিষয়: বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা **বিষয় কোড:১১৩**

১নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান		ফল্গু
খ	২	অনুধাবন		নগর ভ্রমণে গিয়ে সিদ্ধার্থ চারিনিমিত্ত দর্শন করেন। চারনিমিত্ত দর্শনের পরে সিদ্ধার্থ গৌতমের মনে শান্তি নেই, সব সময়ই তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, তাই করুণ সন্ন্যাসীর গভীর ধ্যানমগ্ন দৃশ্যটি গৌতমের মনে দাগ কেটেছে।
	১	জ্ঞান		চার নিমিত্ত দর্শন।
গ	৩	প্রয়োগ		উদ্দীপকে অতশীর ঘটনার সাথে পাঠ্যবইয়ের মহামায়ার স্বপ্নের সাদৃশ্য রয়েছে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে রানী মায়াদেবী যখন ঘুমিয়ে পড়েন তখন স্বপ্নে দেখেন দেবতাদের মনীষীরা মায়াদেবীকে স্নান করিয়ে সুবাসিত দিব্য বস্ত্রে ভূষিত করেন। রানী আরো দেখলেন তিনি সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছেন। পাশের পর্বত থেকে শ্বেতহস্তী নেমে এল। শুয়ে ছিল একটি শ্বেতপদ্ম। রানী আনন্দে শিহরিত হলেন।
	২	অনুধাবন		উদ্দীপকে অতশীর ঘটনার সাথে পাঠ্যবইয়ের মহামায়ার স্বপ্নের সাদৃশ্য রয়েছে, আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে রানী মহামায়া যখন ঘুমিয়ে পড়েন। তখন ..... দেখেন দেবতাদের মনীষীরা মায়াদেবীকে স্নান করিয়ে সুবাসিত দিব্য বস্ত্রে ভূষিত করেন।
	১	জ্ঞান		অতষীর ঘটনার সাথে পাঠ্যবইয়ের মহামায়ার স্বপ্নের সাদৃশ্য রয়েছে।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা		উদ্দীপকে মহামানবের জন্মের ঘটনার সাথে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উক্তিটি যথার্থ কেন না সিদ্ধার্থের বাবা শুদ্ধোদন ও মাতা মায়াদেবীর সংসারের কোন সন্তান ছিল না। রানী মায়াদেবীর স্বপ্নের ঘটনা জানতে পেরে জ্যোতিষি মহামানবের জন্মের ঘটনা বললেন। জোতিষি বললেন, মহারাজ আনন্দ করুন রানী মায়াদেবীর পুত্র সন্তান হবে।
	৩	প্রয়োগ		উদ্দীপকে মহামানবের জন্মের ঘটনার সাথে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উক্তিটি যথার্থ কেননা সিদ্ধার্থের বাবা শুদ্ধোদন ও মাতা মায়াদেবীর সংসারে কোন সন্তান ছিল না। রানী মায়াদেবীর স্বপ্নের ঘটনা জানতে পেরে জ্যোতিষি মহামানবের জন্মের ঘটনা বললেন।
	২	অনুধাবন		উদ্দীপকে মহামানবের জন্মের ঘটনার সাথে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মের সাদৃশ্য পলিক্ষিত হয়। উক্তিটি যথার্থ, কেননা সিদ্ধার্থের বাবা শুদ্ধোদন ও মাতা মায়াদেবীর সংসারে কোন সন্তান ছিল না। রানী মায়াদেবীর স্বপ্নের ঘটনা জানতে পেরে জ্যোতিষি মহামানবের জন্মের ঘটনা বললেন।
	১	জ্ঞান		উদ্দীপকে মাহমানবের জন্মের ঘটনার সাথে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উক্তিটি যথার্থ।

২নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান		বুদ্ধত্ব লাভের জন্য তাঁদেরকে বহুবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। অসংখ্য জন্মে তাদেরকে দান, শীল, ভাবনা ও পারমা পূরণ করতে হয়। পরমীপূর্ণ করার জন্য বুদ্ধগণ বুদ্ধত্ব লাভে নিভৃতে সাধনা করেন।
খ	২	অনুধাবন		অমরাবতীর নগরবাসী বুদ্ধের যাতায়াতের জন্য রাস্তা মেরামতে ব্যস্ত ছিলেন। নিধৃারিত সময়ে বুদ্ধ উপস্থিত হলেও রাস্তায় আসলে উপায়ন্ত না দেখে সুযেধ তাপস শ্রদ্ধাভরে সেই কাদাভরা রাস্তার উপর শুয়ে বুদ্ধকে শরীরের উপর দিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন।
	১	জ্ঞান		অসম্পূর্ণ কাদাভরা রাস্তায় সুমেধ তাপস বুদ্ধকে শরীরের উপর দিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন।
গ	৩	প্রয়োগ		বোধিসত্ত্ব-যিনি সম্যক জ্ঞান চর্চাকারী, অনন্ত জন্মের কর্মপ্রচেষ্টায় বোধিসত্ত্বগণের পারমা চর্যা গতিশীল হয়। তারা বর্তমান জন্মে সচেতনভাবে কুশলকর্ম সম্পাদনে বেশি তৎপর থাকেন। বোধিসত্ত্বগণ জীবনাচারে অনিত্য সত্যকে প্রাধান্য দেন। দশপারমী পূরণে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। এই পারমীসমূহ চর্চার ফলে বোধিত্বের জীবনাচরণে স্বাভাবিকভাবে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় যা অন্যদেরকে চাইতে বোধিসত্ত্বকে অনন্য ও অসাধারণ করে তোলে।
	২	অনুধাবন		বোধিসত্ত্ব যিনি সম্যক জ্ঞান চর্চাকারী, অনন্ত জন্মের কর্ম প্রচেষ্টায় বোধিসত্ত্বগণের পারমী চর্চা গতিশীল হয়। ছক-১ এ বর্ণিত ব্যক্তির চরিত্র তাই বোধিসত্ত্বকেই নির্দেশ করে।
	১	জ্ঞান		বোধিসত্ত্বের।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা		ছক-১ ও ২ নং ব্যক্তিদ্বয়ের বর্ণিত ব্যক্তিদ্বয় বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হলো- বুদ্ধ : যিনি কোনো গুরুর সাহায্য ছাড়া নিজের আদর্শ ও কর্মের দ্বারা নিরলস প্রচেষ্টায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন তিনি বুদ্ধ। সম্যক বুদ্ধ তিনি সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞান থাকেন। বুদ্ধগণ পার্থিব ও লোকোত্তর বিষয় সম্পর্কে জানেন। মানুষসহ সকল জীবনের ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে জানেন। বুদ্ধগণ স্থিত চিত্তের অধিকার, তারা ভবিষ্যৎ বুদ্ধের আগমন সম্পর্কে জ্ঞাত। বোধিসত্ত্ব : যিনি বোধিজ্ঞান লাভের জন্য সাধণা করেন তাঁকে বোধিসত্ত্ব বলে। তাঁরা ত্রিকাল দশী নন। তাঁরা সর্বজ্ঞ জ্ঞান লাভের চর্চা করে। বোধিসত্ত্বগণের চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটতে পারে। তারা বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম দর্শনের অনুসারী।
	৩	প্রয়োগ		যিনি গুরু ছাড়া নিজের আদর্শ ও কর্মের প্রচেষ্টায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন তিনি বুদ্ধ, পক্ষান্তরে বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম অনুসারে যিনি সম্যক জ্ঞান চর্চা করেন তিনি বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধগণ ত্রিকাল দর্শী। বোধিসত্ত্বগণ নন।
	২	অনুধাবন		ছক-১ ও ২ নং এ বর্ণিত ব্যক্তিদ্বয় হলেন বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ। বুদ্ধগণ দর্শপারমীপূর্ণ করেন। পক্ষান্তরে বোধিসত্ত্বগণ দশ পারমীপূরণে চেষ্টা করেন।।
	১	জ্ঞান		ছক-১ ও ২ নং এ বর্ণিত ব্যক্তিদ্বয় হলেন বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ।

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান		৩১১টি
খ	২	অনুধাবন		বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর দুর্বিনীত শিষ্যগণের ভিত্তি ও মনোভাব বুদ্ধবাণীর পরিহানির আশঙ্কায় বিনয়ী ভিক্ষুগণ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। বিনয়ী ভিক্ষুরা আশঙ্খা করলেন, বুদ্ধবাণী অসংকলিত অবস্থায় থাকলে যে কোনো সময় তা বিকৃত হতে পারে। তাই বুদ্ধবাণী সংকলনের প্রয়োজন দেখা দেয়।
	১	জ্ঞান		বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর দুর্বিনীত শিষ্যগণের উক্তি ও মনোভাব বুদ্ধবাণীর পরিহানির আশঙ্কায় বিনয়ী ভিক্ষুগণ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।
গ	৩	প্রয়োগ		বিনয় পিটক। বিনয়কে বুদ্ধ শাসনে আয়ু বলা হয়। কারণ বিনয় ব্যতীত বুদ্ধ শাসনের স্থিতি অকল্পনীয়। বিনয়ের স্থিতিতেই বুদ্ধ শাসনের স্থিতি নির্ভরশীল। তাই বিনয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পরে অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীগিত সর্বপ্রথম বিনয় সংগ্রহ করা হয়েছিল। উপরের উদ্দীপকে ধর্মীয় শিক্ষক মাদল বড়ুয়া পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলার জন্য বলেন। বিনয় পিটকে ও নিয়ম নীতি শৃঙ্খলার কথা উল্লেখ আছে। তাই আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, উদ্দীপকের বিষয়াবলীর সাথে বিনয় পিটকের মিল আছে।
	২	অনুধাবন		বিনয়কে বুদ্ধ শাসনের আয়ু বলা বলা হয় কারণ বিনয় ব্যতীত বুদ্ধ শাসনের স্থিতি অকল্পনীয়। বিনয়ের স্থিতিতেই বুদ্ধ শাসনের স্থিতি নির্ভরশীল। তাই বিনয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পরে অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম বিনয় সংগ্রহ করা হয়েছিল।
	১	জ্ঞান		বিনয় পিটক
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা		লোকত্তর জ্ঞান সর্বশেষ পিটকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত। ত্রিপিটকের তৃতীয় বা শেষ ভাগ হলো অভিধর্ম পিটক বৌদ্ধধর্ম দর্শনের সমৃদ্ধ আলোচনায় গ্রন্থটি ভরপুর। বুদ্ধের মনস্ততাত্ত্বিক উপদেশই অভিধর্মের মূল বিষয়বস্তু। তাই অভিধর্মকে উচ্চতর ধর্ম ও বলা হয়। উপরের উল্লিখিত ঘটনায় ধর্মের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গেলে লোকত্তর জ্ঞান দরকার যা সর্বশেষ পিটকে নিহিত। তাই পাঠ্যবইয়ের আলোকে সর্বশেষ গ্রন্থ হলো অভিধর্ম। অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত, যথা : ১. ধর্মসঙ্গতি ২. বিভঙ্গ ৩. ধাতুকথা ৪. পগ্গলপঞ্ঞত্তি ৫. কথাবত্থু ৬. যমক ৭. পট্টশীল।
	৩	প্রয়োগ		লোকত্তর জ্ঞান লাভে সর্বশেষ পিটকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত। ত্রিপিটকের তৃতীয় বা শেষ ভাগ হলো অভিধর্ম পিটক। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের সমৃদ্ধ আলোচনায় গ্রন্থটি ভরপুর। বুদ্ধের মনস্ততাত্ত্বিক উপদেশই অভিধর্মের মূল বিষয়বস্তু। তাই অভিধর্মকে উচ্চতর ধর্মও বলা হয়। উপরে উল্লিখিত ঘটনা ধর্মের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গেলে লোকাত্তর জ্ঞান দরকার যা সর্বশেষ পিটকে নিহিত। তাই পাঠ্যবইয়ের আলোকে সর্বশেষ জ্ঞান দরকার যা সর্বশেষ পিটকে নিহিত। তাই পাঠ্যবইয়ের সর্বশেষ গ্রন্থ হলো অভিধর্ম।
	২	অনুধাবন		লোকত্তর জ্ঞানলাভে সর্বশেষ পিটকের প্রয়োজনীয় অপরিসীম এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত। ত্রিপিটনের তৃতীয় বা শেষ ভাগ হলো অভিধর্ম পিটক। বৌদ্ধধর্ম দর্শনের সমৃদ্ধ আলোচনায় গ্রন্থটি ভরপুর। বুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক উপদেশই অভিধর্মের মূল বিষয়বস্তু। তাই অভিধর্মকে উচ্চতর ধর্মও বলা হয়।
	১	জ্ঞান		লোকত্তর জ্ঞান লাভে সর্বশেষ পিটকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম , এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান		আনন্দ।
খ	২	অনুধাবন		এক সময় বৈশালী সমৃদ্ধ নগরী সত্ত্বেও সেখানে প্রচন্ড অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। বৃষ্টির অভাবে সেখানে চাষবাস ও শস্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় ফলে বৈশালীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।
	১	জ্ঞান		অনাবৃষ্টির কারণে।
	৩	প্রয়োগ		উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে করণীয় মৈত্রী সূত্রের ইঙ্গিত বহন করে। ভিক্ষুরা বর্ষাবাসের জন্য পর্বতের গুহায় স্থান বেছে নিতেন। সেখানে বৃক্ষ দেবতাদের উপদ্রবে বর্ষা--------- পালনে সমস্যা সৃষ্টি হয়। শীলের তেজে বৃক্ষদেবতারা আনন্দিত হয়। বুদ্ধের নির্দেশে সূত্র আবৃত্তি করলে বৃক্ষদেবতারা পালিয়ে যায়।
	২	অনুধাবন		উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে করণীয় মৈত্রী সূত্রের ইঙ্গিত বহন করে। ভিক্ষুরা বর্ষাবাসের জন্য পর্বতের গুহায় স্থান বেছে নিতেন। সেখানে বৃক্ষদেবতারাদের উপদ্রবে বর্ষা বা শীল পা নে সমস্যা সৃষ্টি হয়।
গ	১	জ্ঞান		উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে করণীয় মৈত্রীসূত্রের ইঙ্গিত বহন করে।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা		উদঈপকের আলোকে উক্ত সূত্রের গুরুত্ব প্রত্যেক জীবনের প্রতি মৈত্রী ভাব পোষণ করা। কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারো অমঙ্গল কামনা না করা, ঘুমে, জাগরণে ধ্যানে সর্বদা সকল জীবনের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা উচিত। কারণ মৈত্রী ভাবনা চিত্তকে সমাহিত করে। কায়মন বাক্য সংযত করে। বৈরিতা ও শত্রুতা দূর করে। বঞ্চনা ও অবজ্ঞা করা থেকে বিরত রাখে। তাই বলা হয়, স্বধর্মের পালনে বুদ্ধ ---------- করণীয় মৈত্রী ----------গুরুত্ব অপরিসীম।
	৩	প্রয়োগ		উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সূত্রের গুরুত্ব প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারো অমঙ্গল কামনা না করা, ঘুমে, জাগরণে ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা উচিত। কারণ মৈত্রীভাবনা চিত্তকে সমাহিত করে। কায়মন বাক্য সংযত করে বৈরিতা ও শত্রুতা দূর করেন।
	২	অনুধাবন		উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সূত্রের গুরুত্ব প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারো অমঙ্গল কামনা না করা। ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী ভাব পোষণ করা উচিত।
	১	জ্ঞান		উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সূত্রের গুরুত্ব প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান		চার প্রকার।
খ	২	অনুধাবন		যে কর্ম পুনর্জম ঘটায়, জীবিতকালে যে কর্ম স্কন্ধ ও কর্মজরূপ উৎপাদক এবং কুশল অকুশল চেতনামূলক তাই জনক কর্ম। জনক কর্ম অতীত কর্মেরই ফল।
	১	জ্ঞান		যে কর্ম পুনর্জন্ম ঘটায়।
গ	৩	প্রয়োগ		নির্মল চাকমার কর্মকান্ডে অকুশল কর্মের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অকুশল আর্থ অন্যায়, খারাপ, অহিতকর, পাপ, ক্লেষ, ত্রুটি ইত্যাদি। নির্মল চাকমা ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও দান কর্ম করতেন না কারণ অকুশল কর্মের প্রভাবে, অকুশল কর্মের মধ্যে লোভ, দ্বেষ এবং মোহ বিরাজমান রয়েছে। অকুশলজনিত কাজের ফল সব সময় অকুশল হয়। নিলয় চামকা তার কাজের জন্য কোনো কুশল ফল ভোগ করতে পারবে না।
	২	অনুধাবন		নির্মল চাকমার কর্মকান্ডে অকুশল কর্মের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অকুশল অর্থ অন্যায়, খারাপ, অহিতকর, পাপ, দোষত্রুটি ইত্যাদি। নির্মল চাকমরা ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও দানকর্ম করতেন না কারণ অকুশল কর্মের প্রভাবে। অকুশল কর্মের মধ্যে লোভ দ্বেষ এবং মোহ বিরাজমান রয়েছে।
	১	জ্ঞান		নির্মল চাকমার কর্মকান্ডে অকুশল কর্মের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা		নিলয় চাকমা উক্ত কর্মকান্ডে ইহকালে সুখ শান্তি ভোগ করবে এবং পরকালে সুগতি লাভ করবে। কর্মদ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব। জন্ম দিয়ে নয়। কুশল কর্মের ফল সব সময় ভালো হয়, নিলয় চাকমা সব সময় ভালো ফল ভোগ করবে। কুশল চেতনার কারণে গরীব হয়েও দান কার্যে নিয়োজিত থাকেন। এর ফলে অনেক প্রশংসা পাবে। সুখে শান্তিতে থাকবে।
	৩	প্রয়োগ		নিলয় চাকরা উক্ত কর্মকান্ডে ইহকালে সুখ শান্তি ভোগ করবে এবং পরকালে সুগতি লাভ করবে। কর্মদ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব। জন্ম দিয়ে নয়। কুশল কর্মের ফল সব সময় ভালো হয়। নিলয় চাকমা সব সময় ভালো ফল পাবে।
	২	অনুধাবন		নিলয় চাকমা উক্ত কর্মকান্ডে হইকালে সুখ-শান্তি ভোগ করবে এবং পরকালে সুগতি লাভ করবে। কর্মদ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব। জন্ম দিয়ে নয়। কুশল কর্মের ফল সব সময় ভাল হয়।
	১	জ্ঞান		নিলয় চাকমা উক্ত কর্মকান্ডে হইকালে সুখ-শান্তি ভোগ করবে এবং পরকালে সুগতি লাভ করবে।

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান		অট্ঠকথা বলতে অর্থকথা, ভাষা, অর্থ বর্ণনা, অর্থবাদ-ব্যাখ্যা ইত্যাদি বোঝায়।
খ	২	অনুধাবন		অট্ঠকথাসমূহ ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু তথা বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন নিয়ে রচিত হলেও পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, ভৌগলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে ও নানা শ্রেণির অট্কথা রচিত হয়।
	১	জ্ঞান		অটকথা বিশাল ও বৈচিত্র্যময় সাহিত্য ভান্ডারের রূপ লাভ করে।
গ	৩	প্রয়োগ		বুদ্ধদত্ত। অট্ঠকথা রচনাকরীদের মধ্যে কালজয়ী অট্ঠকথা রচয়িতা হচ্ছেন বুদ্ধদত্ত। বুদ্ধদত্তের মূল পরিচয় তিনি একজন বৌদ্ধভিক্ষু এবং অট্ঠকথা রচয়িতা। পন্ডিতগণ তাঁর রচিত হতে প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করতেন। বুদ্ধদত্তের অধিকাংশ গ্রন্থ পদ্যে রচিত। যেমন, বিনয় বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি ৩১৮৩ টি গাথায়, উত্তরবিনিচ্ছয় গ্রন্থটি ৯৬৯টি গাথায় এবং অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি ১৪১৫টি গাথায় রচিত। উপরের উদ্দীপকের ঘটনায় যে গ্রন্থগুলোর উল্লেখ করেছে পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা বুদ্ধদত্তের রচিত। তাই আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি উক্ত গ্রন্থগুলো বুদ্ধদত্তের রচিত।
	২	অনুধাবন		বুদ্ধদত্ত। অট্ঠকথা রচনাকারীদের মধ্যে কালজয়ী অট্ঠকথা রচয়িতা হচ্ছেন বুদ্ধদত্ত। বুদ্ধদত্তের মূল পরিচয় তিনি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং অট্ঠকথার রচয়িতা। পন্ডিতগণ তাঁর রচিত গ্রন্থ হতে প্রচুর উদ্বৃত্তি গ্রহণ করতেন। বুদ্ধদত্তের অধিকাংশ গ্রন্থ পদ্যে রচিত। যেমন, বিনয় বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি ৩১৮৩ টি গাথায়, উত্তরবিনিচ্ছয় গ্রন্থটি ৯৬৯টি গাথায় এবং অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি ১৪১৫টি গাথায় রচিত।
	১	জ্ঞান		বুদ্ধদত্ত
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা		বুদ্ধদত্তের অট্ঠকথাচার্যের কবিত্ব ও অন্যান্য কীর্তির খ্যাতি চিরস্মরণীয়। এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত। কারণ, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনচর্চায় পারদর্শী ও মাহপুরুষ কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। অসীম কবিত্ব শক্তির অধিকারী না হলে মহজ্ঞ সবলভাবে পদ্যে বা গাথায় বুদ্ধের ধর্ম ধর্মন ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতেন না। তিনি মহাভাস্যকার নামে অভিহিত হতেন। উপরের উল্লিখিত বই বা গ্রন্থগুলো বিনয়বিনচ্ছয়, উত্তর বিনিচ্ছয়, অভিধম্মাবতার ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেয়তার কবিত্ব ও অন্যান্য কীর্তির খ্যাতি ও চিরস্মরণীয় তাই এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত। আচার্য হিসেবে তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সমকালীন পন্ডিতদের নিকট তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।
	৩	প্রয়োগ		"বুদ্ধদত্তের অট্ঠকথাচার্য্যের কবিত্ব ও অন্যান্য কীর্তির খ্যাতির চিরস্মরণীয়। এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত। কারণ, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনচর্চায় পরদর্শী ও মহাপুরুষ কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। অসীম কবিত্ব শক্তির অধিকারী না হলে সহজ সরলভাবে পদ্যে বা গাথায় বুদ্ধের ধমৃ দর্শন ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতেন না। তিনি মহাভাষ্যকার নামে অবিহিত হতেন। উপরের উল্লিখিত বই বা গ্রন্থগুলো হলো বিনয় বিনিচ্ছয়, উত্তর বিনিচ্ছয়, অভিধম্মবতার ইত্রাদি গ্রন্থ প্রণেয়তার কবিত্ব ও অন্যান্য কীর্তির খ্যাতি চিরস্মরণীয়, তাই এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।
	২	অনুধাবন		কারণ, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনচর্চায় পারদর্শী ও মহাপুরুষ কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। অসীম কবিত্ব শক্তির অধিকারী না হলে সহজ সরলভাবে পদ্যে বা গাথায় বুদ্ধের ধর্ম দর্শন ব্যাক্যা করতে সক্ষম হতেন না। তিনি মহাভাষ্যকার নামে অভিহিত হতেন।
	১	জ্ঞান		বুদ্ধদত্তের। অট্ঠকথাচার্যের কবিত্ব ও অন্যান্য কীর্তির খ্যাতি চিরস্মরণীয়। এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান		বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য নির্বাণ।
খ	২	অনুধাবন		নির্বাণ পরম সুখ। মানুষ এই পরম সুখ পেতে হলে তৃষ্ণার ক্ষয় করে সুখ পেতে হয়। অকুশল কর্ম থেকে বিরত থেকে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।
	১	জ্ঞান		পৃথিবীর সকল দুঃখ থেকে মুক্তি।
গ	৩	প্রয়োগ		সোপাদিসেস নির্বাণ। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানবংশ ভিক্ষু সোপাদিসেস নির্বাণে উপনীত হয়েছেন। তিনি কোন অকুশল কর্মে লিপ্ত থাকেন না। তিনি সংঘের নিয়ম মেনে চলেন এবং তৃষ্ণা ক্ষয়ের জন্য ধ্যান সমাধি করেন। তিনি আর্যঅষ্টাঙ্গিক পথ অনুসরণ করে রাগ, বেদনা, সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্বন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন।
	২	অনুধাবন		সোপাদিসেস নির্বাণে উন্নীত হয়েছেন। জ্ঞানবংশ ভিক্ষু তিনি কোন অকুশল কর্মে লিপ্ত থাকেন না। তিনি সংঘের নিয়ম মেনে চলেন এবং তৃষ্ণা ক্ষয়ের জন্য ধ্যান সমাধি করেন।
	১	জ্ঞান		সোপাদিসেস নির্বাণ।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা		শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী ভিক্ষু অনুপাদিসেস নির্বাণে উপনীত হয়েছেন। তাতে আমি একমত। কারণ তিনি পঞ্চস্কন্ধ বিনাশ করে জন্ম মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন। এ প্রকার নির্বাণের কোনো পরিণাম নেই। এ প্রকার নির্বাণের অবস্থা বর্ণনাতীত। এতে সুখ-দুঃখের উপশম হয়। সুখ-দুঃখের উপশমই পরম সুখ। অনন্ত সংসার প্রবাহের এখানেই অবসান হয়। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, নির্বাণ পরম সুখ। কোনো প্রকারে লভ্য নহে। কোনো শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদও নহে। তাই শীলবান ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর নির্বাণ লাভ করেন।
	৩	প্রয়োগ		অনুপাদিসেস নির্বাণ। শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী ভিক্ষু অনুপাদিসেস নির্বাণে উপনীত হয়েছেন। তাতে আমি একমত। কারণ তিনি পঞ্চস্কন্ধ বিনাশের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন। এ প্রকার নির্বাণের কোনো পরিণাম নেই। এ রকম নির্বাণের অবস্থা বর্ণনাতীত। এতে সুখ-দুঃখের উপশম হয়। সকল দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করেন।
	২	অনুধাবন		শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী ভিক্ষু অনুপাদিসেস নির্বাণে উপনীত হয়েছেন। তিনি পঞ্চস্কন্ধ বিনাশ করেছেন। তিনি জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন, এবং নির্বাণের সুখ উপলব্ধি করছেন।
	১	জ্ঞান		অনুপাদিসেস নির্বাণ।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান		রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায়।
খ	২	অনুধাবন		সাতশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে এর নাম সপ্তশতিকা সংগীতি। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশো বছর পর এই সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।
	১	জ্ঞান		সাতশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে এর নাম সপ্তশতিকা সংগীতি।
গ	৩	প্রয়োগ		ছকে বর্ণিত সভার বৈশিষ্ট্যাবলী তৃতীয় সংগীতিকে নির্দেশ করে। বৌদ্ধধর্ম ভারত বর্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করায় অনেক তীর্থিক বা সন্নাসীগণ অধিক লাভ সৎকারের আশায় মস্তক মুশন করে এবং পাত্র চীবর ধারণ করে ভিক্ষু বলে পরিচয় দেন। তাঁরা বিনয় বহির্ভুত আচরণের মাধ্যমে বিহার ও মন্দির দখল করে এবং ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করেন। এছাড়াও তাদের উৎপাতে বিনয়ী ভিক্ষুগণ কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এর প্রেক্ষিতে সম্রাট অশোক মগধের রাজধানীতে সভা আহ্বান করেন। সভায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় সম্রাট অশোক অবিনয়ী ছদ্মবেশী ভিক্ষুদের সংঘ থেকে বহিস্কার করেন। এই সংগতিতে বুদ্ধ বচনকে ‘ত্রিপিটক’ নামে আখ্যা দেওয়া হয়।
	২	অনুধাবন		ছকে বর্ণিত সভার বৈশিষ্ট্যাবলী তৃতীয় সংগীতিকে নির্দেশ করে। বৌদ্ধধর্ম ভারত বর্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করায় অনেক তীর্থিক বা সন্নাসীগণ অধিক লাভ সৎকারের আশায় মস্তক মুশন করে এবং পাত্র চীবর ধারণ করে ভিক্ষু বলে পরিচয় দেন। তাঁরা বিনয় বহির্ভুত আচরণের মাধ্যমে বিহার ও মন্দির দখল করে এবং ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করেন। মগধের রাজধানীতে সম্রাট অশোক উক্ত সম্রাট অশোক অবিনয় ভিক্ষুকের সংঘ হতে বহিস্কার করেন।
	১	জ্ঞান		তৃতীয় সংগীতিকে নির্দেশ করে।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা		অবিনয়ী তীর্থিক বা সন্ন্যাসীগণ অধর্মে ধর্ম, ধর্মকে অধর্ম প্রচারকালে বিনয়ী ভিক্ষগণের সাথে তাদের মতাবিরোধী দেখা দেয়। বৌদ্ধধর্মে অস্থিরতা বিরাজ করে। তাই সম্রাট অশোক যে সভা আহ্বান করেন তা তৃতীয় সংগীতি নামে পরিচিত। নিম্নলিখিত ফলাফল তুলে ধরা হলো- ক) ছদ্মবেশী ভিক্ষুদের সংঘ হতে বহিস্তার। খ) সংগীতি কারণগণ স্বীকার করেন প্রথম ও দ্বিতীয় সংগিতীতে গৃহীতধর্ম বুদ্ধের সুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশ এবং তা অনুমোদ। গ) তৃতীয় সংগীতিকে বিনয়কে ঠিক রেখে ধর্মকে দু‘ভাবে ভাগ করে সূত্র ও অভিহর্স নামে আখ্যায়িত করেন। ফলে বুদ্ধ বাণী-বিনয়, সুত্র ও অভিধম্ম পিটকে বিভক্ত হয় যা ত্রিপিটক নামে পরিচিত।
	৩	প্রয়োগ		অবিনয়ী তীর্থিক বা সন্ন্যাসীগণ অধর্মে ধর্ম, ধর্মকে অধর্ম প্রচারকালে বিনয়ী ভিক্ষগণের সাথে তাদের মতাবিরোধী দেখা দেয়। বৌদ্ধধর্মে অস্থিরতা বিরাজ করে। তাই সম্রাট অশোক যে সভা আহ্বান করেন তা তৃতীয় সংগীতি নামে পরিচিত। নিম্নলিখিত ফলাফল তুলে ধরা হলো- ক) ছদ্মবেশী ভিক্ষুদের সংঘ হতে বহিস্তার। খ) সংগীতি কারণগণ স্বীকার করেন প্রথম ও দ্বিতীয় সংগিতীতে গৃহীতধর্ম বুদ্ধের সুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশ এবং তা অনুমোদ। গ) তৃতীয় সংগীতিকে বিনয়কে ঠিক রেখে ধর্মকে দু‘ভাবে ভাগ করে সূত্র ও অভিহর্স নামে আখ্যায়িত করেন।
	২	অনুধাবন		অবিনয়ী তীর্থিক বা সন্ন্যাসীগণ অধর্মে ধর্ম, ধর্মকে অধর্ম প্রচারকালে বিনয়ী ভিক্ষগণের সাথে তাদের মতাবিরোধী দেখা দেয়। বৌদ্ধধর্মে অস্থিরতা বিরাজ করে। তাই সম্রাট অশোক যে সভা আহ্বান করেন তা তৃতীয় সংগীতি নামে পরিচিত।
	১	জ্ঞান		অবিনয়ী তীর্থিক বা সন্ন্যাসীগণ সংঘ হতে বহিস্কার এবং ত্রিপিটকের নামকরণ।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান		জাতক
খ	২	অনুধাবন		মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখে, বোধিসত্ত্ব দেখলেন অতদূরে যাওয়া বড়ই কষ্টের। শুক পাখি তাদের একমাত্র সন্তান। বৃদ্ধ বয়সে তাদের দেখার মত আর কেই নেই। তাই বোধিসত্ত্ব শুক পাখিকে সমুদ্রেবেষ্টিত দ্বীপে যেতে নিষেধ করলেন।
	১	জ্ঞান		মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে বলে।
গ	৩	প্রয়োগ		সেরিবাণিজ জাতক। সুশান্ত মারমার লোভের সাথে পাঠ্য বইয়ের লোভী ফেরিওয়ালা লোভী সেরিবার সাথে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উদ্দীপকে দেখা যায় সুশান্ত মারমার প্রচুর ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আরও লোভে পড়েন। পাঠ্যবইয়েও দেখা যায় লোভী সেরিবা অতিরিক্ত লোভে গরীব দুঃখী মানুষকে ঠকায়। এই লোভের কারণে একদিন লোভী মেরিবা সোনার থালার শোকসহ্য করতে না পেরে হতাশা ও রাগে তার হৃৎপন্ডি বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং রক্তবমি করে মারা গেলো।
	২	অনুধাবন		সেরিবাণিজ জাতক। উদ্দীপকে দেখা যায় সুশান্ত মারমা ব্যাংক কর্মকর্তা হয়েও আরও টাকার লোভে বশবতী হয়। ফলে দেখা যায় তার চাকুরী ও চলে যায়। পাঠ্যবই এ দেখা যায় সুশান্ত মারমার সাথে মিল পাওয়া যায়।
	১	জ্ঞান		সেরিবাণিজ জাতক।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা		জনসন্ধ জাতক। মানিক বড়ুয়ার সাথে পাঠ্য বইয়ের জনসন্ধ জাতকের সাথে সংগতিপূর্ণ। মানিক বড়ুয়া ন্যায় পরায়নতার সাথে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন। পাঠ্য বইয়ে জনসন্ধ জাতকে দেখা যায় জনসন্ধও সৎ ন্যায় পরায়নতার সাথে তাঁর রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি রাজাঙ্গান অলংকৃত রাজপালঙ্কে উপবেশন করে নগরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, নগরবাসীগণ, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এই বলে দশটি উপদেশ দিতেন। পরবর্তীকালে তা 'দশরাজধর্ম' বা দশবিধ কর্তব্য নামে পরিচিত। রাজার উপদেশ শুনে জনগণও ধর্ম ও ন্যায়ের সাথে সুখে জীবন যাপন করতে থাকেন।
	৩	প্রয়োগ		জনসন্ধ জাতক। মানিক বড়ুয়ার সাথে পাঠ্য বইয়ের জনসন্ধ জাতকের সাথে সংগতিপূর্ণ। মানিক বড়ুয়া যেমন সৎ ও ন্যায় পরায়ন তেমনি পাঠ্য বইয়ে জনসন্ধ জাতকের জনসন্ধও সৎ ও ন্যায় ভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন। প্রজাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। বোর্ধিসত্ত্ব নিজে পঞ্চশীল রক্ষা করতেন। যথারীতি উপোসথ পালন করতেন। যথাধর্ম রাজ্য শাসনে মনোযোগী ছিলেন। সকলকে ধর্মপথে চলতে ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে উপদেশ দিতেন।
	২	অনুধাবন		জনসন্ধ জাতক। উদ্দীপকের মানিক বড়ুয়ার সাথে পাঠ্য বইয়ের জনসন্ধ জাতকে মিল পাওয়া যায়। মানিক বড়ুয়া অত্যন্ত ন্যায়পরায়নতার প্রতিষ্ঠান চালান এবং ভাল ব্যবহার করেন। পাঠ্য বইয়েও দেখা যায় জনসন্ধ ও সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।
	১	জ্ঞান		জনসন্ধ জাতক।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান		১৯৫০ সালে।
খ	২	অনুধাবন		তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিনমাস পর প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগীতিতে বুদ্ধবাণী সংকলন করা হয়েছিল। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে রাজা অজাতশত্রুর নাম অমর হয়ে আছে।
	১	জ্ঞান		প্রথম মহাসংগীতির পৃষ্ঠপোষক।
গ	৩	প্রয়োগ		মৌর্যবংশের কীর্তিমান নৃপতি অশোক জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি ধর্ম মহামাত্র নামে একশ্রেণির কর্মচারা নিযুক্ত করেন। তিনি বুদ্ধের অনুশাসনসমূহ পর্বতের গায়ে পাহাড়ের শীর্ষে ও গুহাপাত্রে লিখে দেন। এখন পর্যন্ত সম্রাট অশোকের ৩৪টি শিলালিপি আবিস্কৃত হয়। মৌর্যরা প্রায় ১৩৭ বছর মগধে রাজত্ব করেন। সম্রাট অশোক তার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্য সংঘমিত্রকে বুদ্ধবাণী প্রচারের জন্য সিংহলে প্রেরণ করেন। এ সময় ভারত ছাড়াও বৌদ্ধধর্ম জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিব্বতে ধর্মদূত প্রেরণ করেন।
	২	অনুধাবন		মৌর্যবংশের কীর্তিমান নৃপতি অশোক জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি ধর্মমহামাত্র নানে এক শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তিনি বুদ্ধের অনুশাসনসমূহ পর্বতের গায়ে পাহাড়ের শীর্ষে ও গুহাপাত্রে লিখে দেন। সম্রাট অশোক মৌর্যবংশের একজন শাসক।
	১	জ্ঞান		মৌর্যবংশের অবদান।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা		কেস-স্টাডি :২ দ্বারা পালযুগের রাজাদের শাসনামল প্রকাশ পেয়েছে। অষ্টম শতকে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় অরাজকতা বিরাজ করে। এরূপ বিশৃংখল অবস্থাকে বলা হয় মাৎস্য ন্যায়। মাৎস্যন্যায় বলতে ন্যায়-নীতিহীন ব্যবস্থাকে বুঝায়। এই পরিস্থিতিতে বাংলার মানুষ গোপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনি পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পালবংশের আমলে বিক্রমশীল ও সোমপুর বিহারসহ বহু বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল। পালবংশের সব রাজা রাই ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। এই যুগে সেই অঞ্চলের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সুদৃঢ় ছিল।
	৩	প্রয়োগ		কেস-স্টাডি :২ দ্বারা পালযুগের রাজাদের শাসনামল প্রকাশ পেয়েছে। অষ্টম শতকে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় অরাজকতা বিরাজ করে। এরূপ বিশৃংখল অবস্থাকে বলা হয় মাৎস্য ন্যায়। মাৎস্যন্যায় বলতে ন্যায়-নীতিহীন ব্যবস্থাকে বুঝায়। এই পরিস্থিতিতে বাংলার মানুষ গোপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনি পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পালবংশের আমলে বিক্রমশীল ও সোমপুর বিহারসহ বহু বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল।
	২	অনুধাবন		কেস-স্টাডি :২ দ্বারা পালযুগের রাজাদের শাসনামল প্রকাশ পেয়েছে।
	১	জ্ঞান		পালযুগের রাজাদের শাসনামল।

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান		ভিক্ষুরা
খ	২	অনুধাবন		ভিক্ষুরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্য গ্রহণ করতে পারেন না। তাই ভিক্ষুদের সংযম ব্রত পালন করতে হয়। বুদ্ধ শাসনের উন্নতির জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘ ভূমি, বিহার প্রভৃতি সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারবেন।
	১	জ্ঞান		ভিক্ষুরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্য গ্রহণ করতে পারেন না
গ	৩	প্রয়োগ		দৃশ্যকল্প-১ এ অলক বড়ুয়া মেধাবী ও ধার্মিক। সে সকল সন্ধ্যায়ু, ধূপ, পানীয় ও প্রদীপ দিয়ে ত্রিরকে সেবায় রত থাকেন। গৃহ বৈদ্ধরা সাধারণত পারিবারিক বুদ্ধাসনের সামনে দিনে তিনবার নিয়মিত শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে। দুপুর বারোটার পূর্বে অনুরূপভাবে আহার ও পানীয় দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করা হয়। এ সময় নির্ধারিত গাথা আবৃত্তি করে ভক্তিসহকারে পূজা সামগ্রী উৎসর্গ করতে হয়। এরূপ উপাসনা চিত্তকে পবিত্র ও শান্ত করে। উক্ত নীতিমালা অলক বড়ুয়া ও পালন করে যা গৃহী নীতিমালার অংশ।
	২	অনুধাবন		দৃশ্যকল্প-১ এ অলক বড়ুয়া মেধাবী ও ধার্মিক। সে সকাল-সন্ধ্যায় ধূপ, পানীয় ও প্রদীপ দিয়ে ত্রিরত্নের সেবায় রত থাকেন। যা গৃহী নীতিমালার নিত্য পালনীয় ধর্মাচার।
	১	জ্ঞান		গৃহী নীতিমালার নিত্য পালনীয় ধর্মাচার।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা		প্রতিটি বৌদ্ধ গৃহীর গৃহে নিত্য পালনীয় ধর্মাচারের জন্য একটি বুদ্ধাসন থাকে। ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদনের পর ও গৃহীদের পরিবারের ছেলে মেয়েদের তিভিন্ন কতটা সম্পাদন করতে হয়। গৃহী নীতিমালায় অনুসণে ভবেশ চাকমা বিদ্যালয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করে। তাছাড়া ছুটির দিনে সে পরিবারের অন্যান্য কাজে যথা সম্ভব সাহায্য করে। তাই বলা যায় উদ্দীপকে ভবেশ চাকমা, গৃহী নীতিমালায় পরিবারের ছেলে মেয়েদের কর্তব্য সম্পাদন করেন।
	৩	প্রয়োগ		প্রতিটি বৌদ্ধ গৃহীয় গৃহে নিত্যপালনীয় ধর্মাচারের জন্য একটি বুদ্ধাসন থাকে। গৃহীদের ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি পরিবারের ছেলেমেয়েদেরও সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে গৃহীকর্ম সম্পাদন করতে হয়।
	২	অনুধাবন		প্রতিটি বৌদ্ধ গৃহীদের ধর্মীয় নীতিমালা অনুসরণ করে গৃহী নীতিমালার ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। যা গৃহী নীতিমালা নামে পরিচিত।
	১	জ্ঞান		গৃহী নীতিমালা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ছকে প্রদর্শিত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর শুধু পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য। এ ছক থেকে পরীক্ষকবৃন্দ পূর্ণ/ আংশিক নম্বর প্রদানের দিক নির্দেশনা পাবেন। এটি শিক্ষার্থী / পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য নয়।